বৃত্ত

পারমিতা চক্রবর্তী

বাঙালি আদিকাল থেকে সিনেমাকে 'বই' বলে এসেছে। খানিকটা আদর করে। আর খানিকটা সিনেমা দেখে গল্প জানা যায় বলে। তাত্ত্বিকেরা অবশ্য দাবী করেন যে আসলে বাংলা ছবি সাহিত্য নির্ভর বলেই এই ভুল নামকরণ। সিনেমা সাহিত্য বা 'বই' এর এক প্রকাশভঙ্গি মাত্র, এইটুকুই বাঙালী স্বীকার করে। বা অনুভব করে। বাঙালী সাধারণভাবে সিনেমাকে একটি স্বতন্ত্র কলার মর্যাদা দিতে নারাজ। এই গোলোযোগ যে খুবই হতাশাব্যঞ্জক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছায়াছবি শব্দটা নিতান্তই বাঙলা intellectual-রা ব্যবহার করে থাকে। ঐ ওরা-আমরা case আর কি! *গল্প হলেও সত্যি* ছবিতে মনে নেই সেই চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরা ''বুদ্ধিজীবী'' মেজো ভাই এর উক্তি — ''তোমাদের মতন non-intellectual দের সঙ্গে কথাই বলা যায় না!'' বাঙালি সিনেমা বা বইকে দুই ভাগে ভাগ করে। এক ধরনের ছবিকে ''আঁতেল'' ছবি বলে দূরে রাখে আর আরেকটা ছবি দেখে আনন্দ পেতে। বালাই বাহুল্য এমন আনন্দ যাতে বেশী মাথা ঘামাতে হবে না। এদিকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রায়বাবু, কফি হাউসের দমাদম দমাদম কৃষ্টি ভীষণ আর উদিকে "Dance Bangla Dance" দেখে সন্ধে রাত্তির নালে ঝোলে। তা এই ভজকট "Culture-Fulture" এর বাজারে ছবি নিয়ে কী লিখব বা কোন ছবি বাছব এটা একটা ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আমি সিনেমা দেখি, হয়ত ভাবনাচিন্তাও করি, তবে সে তো নেহাৎই নিজের শিক্ষা, মনন আর মনের আয়নায় একটা "art form" বা কলা মাধ্যমকে মিলিয়ে দেখা। সেই ''দেখা'' দিয়ে

যদিও বা কিছু লিখি, সেটা তো একটা ব্যক্তিগত আঁকিবুকি মাত্র তার বেশি তো কিছু নয়। বিশ্লেষণধর্মী বা critique ''হয়ে ওঠার'' সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

তবু তাল ঠুকে বসে পড়ি খাতা কলম নিয়ে। হয়ত ''নতুন কিছু পেলুমনি'' মন্তব্যে বিদ্ধ হবে লেখাটি তবু ওই ''যেমন দেখেছি সিনেমা'' গোছের খাপছাড়া দু-এক পাতাই আমার দৌড়। বেকায়দায় পড়লে অক্ষম লেখকের এমন সাফাই ছাড়া আর কীই বা গাইবার থাকে, হে সুধী পাঠকসমাজ?

আমি কিম কি দুক এর ২০০৩-এ নির্মিত *Sprint summer fall winter ... spring ...* ছবিটি বাছলুম। লিখতে বসার আগে মনে একটা ক্ষীণ আন্দোলনের কড়া নাড়া শুনেছিলুম মাত্র, দানা বাঁধার মতন রসদ ছিল না সংগ্রহে। কিন্তু লিখতে লিখতে টের পেলুম একটা যোগসূত্রের অবয়ব পাচ্ছি যেন। এক অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টান কবি, এক উনিশ শতকীয় ব্রাহ্ম কবি আর এক একুশ শতকীয় সিনেমা করিয়ের ভাবনার বুননে।

মূল লেখায় ঢোকার আগে জানিয়ে রাখি যে দুজনের কাজের নিরীখে আমি এই ছবিটি রাখব, তারা হলেন কবি ইউলিয়ম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭), আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। ব্লেক এর "A Vision of Last Judgement" থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে চাইছি। ব্লেক তাঁর এই লেখায় বলছেন:

> Men are admitted into Heaven, not because they have curbed and governed their passion or have no passion but because they have cultivated their understanding. The Treasures of Heaven are not negations of Passion but Realities of Intellect from which all the passion emanate uncurbed in their eternal glory.

আর মনে করিয়ে দিতে চাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান—

> আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
> খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত ...

দিনের পরে দিন গেঁথে, কালের সমর্পন নতুন মুহূর্তে, এ কুল ভেঙে ঐ কুল গড়া আর এ ঋতুর ভাবলেশহীন আত্মমগন ঐ ঋতুতে ... প্রত্যেকটা discreet-এর বিলীনবার্তা এক নিদারুণ নির্মোহ continuous-এ— এ গানই তো জীবনের গান, আদি অনন্তের গান— তার সুরের মূর্চ্ছনায় ভেসে যাওয়াতেই আমার আনন্দ। নিজেকে খানিকটা সরিয়ে রেখে, একটু তফাৎ থেকে সে অনুভব, সে দেখে যাওয়াতেই আনন্দ। বা হয়ত পুরোটা সরিয়ে রেখেও নয়। খানিকটা বিযুক্তি আর খানিকটা নিযুক্তি ... তাই আপনমনে হাসি গান। তাই সুমন্দ বাতাসের আলিঙ্গন। আঁখি মেলে দুয়ারে একা থাকা আর আরেক কবিকেও পরিচয় করানো, আমার ভাবনার সাথে যিনি চলছেন— "Time Present and Time Past are both perhaps present in the Time Future" (T. S. Eliot).

আন্তর্জাতিক সিনেমা বাজারে (বাজার শব্দটিতে এখানে কোন value load নেই) দ. কোরিয়ার আবির্ভাব নেহাৎ হালে। বা বলা ভাল কিঞ্চিৎ ধীরে। ১৯৮০-র পর। ইম-কোন-টেক এর হাত ধরে। ১৯৮১তে তাঁর *মান্ডালা* ছবিটি হাওয়াই চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। প্রায় সেই সময়ই (১৯৮৮ তে) তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রহ-টে-উ শিথিল করতে শুরু করেন সিনেমার ওপর থেকে Censorship-এর ফাঁস — ফল পেতেও দেরী হয় না। শুরু হয়ে যায় সিনেমার বিষয় নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিম কি দুক (জন্ম ১৯৬০) এর ছবি, সেই ভাবে দেখতে গেলে খবর হয়েছে এই শতাব্দীর গোড়ায়। ২০০০ সালে বানানো তাঁর *The Isle* ছবিটি নিয়ে সিনেমা জগৎ মেতে ওঠে আসলে একটি বিতর্ককে কেন্দ্র করে। Animal Rights Activists রা ছবিটির ban দাবী করে বসেন। অত্যধিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের অভিযোগ। *The Isle* দেখতে বসে Venice Film Festival-এর এক সাংবাদিক অজ্ঞান হয়ে যান। মাছ ধরার বর্শি নিয়ে কিম এ ছবিতে যে বীভৎসতা দেখিয়েছেন তা দেখে নির্বাসন দাবী করা activist-রা এবং সাধারণ দর্শকও প্রশ্ন তুলেছিল ''এত রক্ত কেন?'' স্বাভাবিক। রক্ত একটু বেশিই ছিল বটে।

Spring Summer এর ঘরানা একেবারে আলাদা। Paradigm shift বলা যায়। এ যেন সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে গাঁধীর পথ নেওয়া। পশ্চিমী মননে এ ছবি যে গ্রহণযোগ্য হবে এ প্রায় ধরেই নেওয়া গেছিল। অথচ এ ছবির মূল দর্শন নির্ভেজাল ভাবে Oriental ভোগ, আরো ভোগ, দৌড়, আরো দৌড় দেখে দেখে ক্লান্ত, অকারণ হিংসা, ধ্বংস, মানেহীন বেপথু রাগ ভরা চারপাশ দেখে ভীত, বিধ্বস্ত মানুষ এই ধরনের প্রলেপের ইঙ্গিতই যেন খুঁজছিল। শান্তি, ক্ষমা আর উত্তরণের জয়গাথার এ ছবি ''নীরব হয়ে শোন দেখি শোন'' গেয়ে ওঠে। পুরো ছবিটি জুড়ে দশ মিনিটের ডায়লোগ আছে কিনা সন্দেহ। কিম নিজে একটি সাক্ষাৎকারে বলছেন—

> I feel I have been living life in a rush and hence wanted to make a movie like this one for a long time.

Spring Summer... আঁধারে আলোতে বোনা এক বৌদ্ধ tapestry, ধর্মীয় উপগাথা না বলে লোকগাথার অন্তরালে এক বাঙময় রূপক ধর্মী গল্প। এবং এ ছবিতেও কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে জীব জন্তুর আগমন। একটি মোরগ। একটি কচ্ছপ। মাছ, সাপ, ব্যঙ। সেই ঈশপের কাহিনীর মতই প্রত্যেকটি জন্তুই গল্পের ছলে মনে করিয়ে দেয় জীবনের আপ্তবাক্যগুলিকে। আশ্চর্য সেই ভাসমান মন্দিরটি যেখানে থাকেন এক বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর এক বালক ছাত্র সন্ন্যাসী। এবং খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবেই এই চরিত্রদুটির নাম কাহিনীর বা ছবির সমাপ্ত অবধি আমাদের জানতে দেওয়া হয় না। ছাত্রটিকে ছবি জুড়ে নিতে হবে জীবনের পাঠ- সুখ আর আনন্দ যে দুটো আলাদা শব্দ এই উন্মোচনই হবে তার জীবনের দীক্ষা। আর তা হবে— "Not because he has curbed his passion or has no passion but because he has cultivated their understanding". "The Treasures of Heaven" বালকটির জন্য অপেক্ষা করে আছে, অপেক্ষা করে আছে ছবির শেষে এক চিরবসন্তের আশ্বাস কিন্তু তার আগে তাকে অতিক্রম করতে হবে Spring, Summer, Fall এবং Winter.

কোরিয়ান পশম এর সূচীশিল্পের মতন সাধারণ আর সূক্ষ্ম এ ছবির বুনোট, সাদামাটা অথচ আলোময়। অনুচ্চারিত অথচ প্রবল, ছাড়াছাড়া অথচ অমোঘ। আর এই tapestry পরিচালক বুনেছেন ঋতু বদলের পালার সুতো দিয়ে, Spring আসে ছবির শুরুতে। 'সুন্দর' মোহময় Spring- এর প্রেক্ষাপটে বালকটির মনে রচিত হল মৃত্যু চেতনা। যে চেতনা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে সারা জীবন। "You will carry this stone in your heart for the rest of your life" (ইংরিজি subtitle এ সন্ন্যাসী) ভয়ংকর আর সুন্দরের অবস্থান সচরাচর কাছাকাছি পাশাপাশিই তো। আর কে না যানে— ''বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা...দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা ...''

Summer আনে যৌন চেতনা। ব্লেকের *Songs of Innocence* প্রকাশ পায় ১৭৮৯ সালে। Biblical references এ ঠাসা এ কবিতাগুলির মূল উপজীব্য প্রকৃতি, মানুষ, মনুষ্যত্ব এবং সর্বোপরি God যিনি আসলে খ্রীষ্টীয় ভগবান, ভুল রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া "Little Girl"কে খুঁজে দেন, নিষ্পাপ ছাগশিশুর (Little Lamb) মধ্যে সারল্য ধরে রাখেন, স্খলনের আগে মানুষকে স্বমহিমায় বিরাজ করতে সাহায্য করেন। শান্ত সুন্দর পৃথিবীর পিতা তিনি। আবার তাঁরই হাত ধরে আসে experience যা কিনা innocence এর উল্টো পিঠ। এই Binary-র সূত্রই ব্লেক এর বক্তব্যের প্রতিপাদ্য, "Without no progression" ব্লেক এর "experience" হল "innocence" এর সমাপ্তি। "Tiger" এবং "Lamb" দুটি আলাদা অস্তিত্ব। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ''শোধনাগার'' দ্বারা নিপীড়িত "innocence" ব্লেক এর "experience" এর খাঁচায় বন্দী। ঠিক এই বিন্দুতেই আমাদের ছবির উল্টোমুখী অবস্থান। "innocence" আর "experience" এর আপাত গল্পটার অনেক গভীরে ঢুকে এ ছবির পাঠ। Innocence এখানে experience কেই পাথেয় করে ধাবিত হয় এক উজ্জ্বল উদ্ধারের দিকে। ''অন্তর'' experience এর আগশুদ্ধিতে হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতর বা উন্নততর ''অন্তর''। অথবা অন্তরতর। যে বিন্দুটি থেকে ব্লেক আর *Spring Summer* আলাদা হয়ে যায়, সেই বিন্দুটিই

আসলে বৌদ্ধ ধর্ম। মানে, বৌদ্ধ জীবনবোধের নির্জাস। এই দর্শন প্রথমেই "binary" কে অস্বীকার করে। "Environment is a mirror reflection of inner self"— এই তত্ত্বের, এই ভাবনার উপরই এই দর্শনের নির্মাণ। ''বহিরঙ্গ, অন্তরেরই আয়না।'' তোমার চারপাশে যে হাসি, খেলা, গান এর অর্কেষ্ট্রা, তা তোমার প্রাণের সুধারই প্রতিফলন। প্রাণের আরামের উৎসারিত আলো। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে। গুটিগুটি অনায়াস ঢুকে পড়লেন আমাদের পরম আদরণীয় ব্রাহ্ম কবিটি। বালক সন্ন্যাসীর অন্তরের বিকাশের সঙ্গে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রর হাত ধরাও তাই স্বচ্ছন্দ ও নির্ভার।

সন্ন্যাসী যেন মাঠের বাইরে দাঁড়ানো referee। গুরু অথচ গুরুগিরি নেই। ঠিক ঠিক সময় তাঁর বাঁশি বেজে ওঠে যদিও মনে করিয়ে দিতে কখন অজান্তে ঘটে গিয়েছে "offside" বা "foul"। তাই কিশোরটির (Spring এর বালক, Summer এ কিশোর হয়ে উঠেছে) যৌন বাসনা তীব্র হয়ে উঠলে শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে শিক্ষক মনে করিয়ে দেন "Lust awakens the desire to possess and that awakens the intent to murder" (ইংরিজি subtitle) তাঁর কোনো বারণ নেই "to abandon passion", আছে শুধু দেখে যাওয়া আর সময়ে সময়ে বাঁশি বাজিয়ে সতর্ক করে দেওয়া। কারণ এই পথই যে একমাত্র পথ। কিম নিজে এক সাক্ষাৎকারে পরে বলেন— "I think living out in the real world, clashing and in conflict with each other, may be a truer path to meaning."

এই "Conflict" এর গল্প আরেকটু এগোয় "Fall" পর্বে।

সেই তো তোমার পথের বঁধু সেই তো
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু সেই তো

কিমের ছবি নিয়ে লিখতে বসে এই ভাবেই ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে পড়ে গীতবিতান।

Summer পর্বে মন্দিরে আগত নারীর প্রেমে পড়ে, Fall পর্বে আমাদের কিশোর-যুবা সন্ন্যাসীটি ''বাইরের'' জগতে পা দিল। পথে পথে experience-এর নুড়ি পাথর ছড়ানো সেই

পথে যুবকটির পা শক্ত হয়। হয় রক্তপাতও। শেষে আবার মন্দিরে তার ফিরে আসা। ফিরে আসার পর শুরু হয় তার 'শাস্তির' পালা। কারণ সে তার স্ত্রীকে খুন করে এসেছে। প্রথমেই সে উদ্যত হয় নিজেকে মেরে ফেলতে। রাগ, বিদ্বেষ, হতাশা, অনুশোচনা— কত না কান্না হাসির দোলদোলানো কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে মরতে দেন না। বৃত্ত সম্পূর্ণ না করে যে পালানো যায় না।

বৌদ্ধ ধর্ম, কোরিয়ার ক্ষেত্রে যতটা না ধর্ম তার থেকেও বেশি একটি সংস্কৃতি, একটি চর্যা। শাস্তির অঙ্গ হিসেবে যুবটিকে দেওয়া হয় "Heart Sutra" খোদাই করার কাজ। মন্দিরের কাঠের চাতালে। একটি বিড়ালের ল্যাজ নির্মিত তুলি দিয়ে (এই metaphor-টিও লক্ষ করবার মতন) সন্ন্যাসী সূত্রটি লেখেন মন্দির প্রাঙ্গনে। যুবকটি সেই সূত্রটি খোদাই করতে থাকে। প্রাঙ্গন ভরে উঠতে থাকে। সহজ ভাবে মিশে যেতে থাকে এই ''কাজ'', জীবনযাপনের সঙ্গে। এক সময় ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন, ''বাইরের'' জগৎ থেকে আগত দুই মানুষ (পুলিশ) যারা এসেছে যুবকটিকে গ্রেপ্তার করতে, তারা এই সূত্রটি ভরিয়ে তুলতে থাকে রং দিয়ে। একটা চমৎকার রূপক পেয়ে যাই আমরা এই দৃশ্য রচনার মধ্যে। অন্তরালে থাকা সন্ন্যাসী, আসামী, পেয়াদা, প্রকৃতি সব মিলে মিশে যেতে থাকে শাস্তির আয়োজনে — জগতের আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ।

কিম একসময় বলেছিলেন "Hatred" ওনার ছবির সূচনামুহূর্ত। রক্তাক্ত, রাগী, নিষ্ঠুর বড়দ্ব ঢদ্দপ্তদ্ব বানিয়ে কিম অর্জন করেছিলেন "Shock" ছবি করিয়ের তকমা। *Spring Summer....* বাধ্য করল দর্শককে নতুন চশমায় কিমের ছবি দেখতে। হয়ত কিম নিজেও বড় হয়ে উঠছেন। ওনার পৃথিবী দেখার নিজের চশমাটাও হয়ত পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। Spring Summer পেরোতে পেরোতে উনিও চলেছেন আবিষ্কারের পথে।

এই পর্বের পরে অবশ্যম্ভাবী ভাবে আসে Winter— শান্ত, সাদা শীত। এবং এই পর্যায়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিজেকে সরিয়ে নেন জগৎ থেকে। শিক্ষার পালা সাঙ্গ হয়েছে বুঝি। এইখানে

দ. কোরিয়ার শীতের একটা বৈশিষ্ট নিয়ে চমৎকার মজা করেছেন পরিচালক। এতদিন মন্দিরে পৌঁছতে লাগত একটি দাঁড় দেওয়া নৌকো। এই নৌকো কত ভাবেই না ব্যবহার হয়েছে। যুবক-যুবতীর সঙ্গম স্থলও হয়েছে একদিন নৌকোটি। মন্দিরটি যেহেতু জলে ভাসমান একটি raft, সেহেতু বাহিরের সঙ্গে মন্দিরটির যোগসূত্রর ভূমিকা নিয়েছে এই নৌকোটি এতদিন। কিন্তু শীত কাল এসেছে। জল আর তরল নেই। শক্ত বরফ হয়ে গেছে জলাশয়। এখন আর নৌকো লাগে না। সোজাসুজি হেঁটে পৌঁছে যাওয়া যায় বুদ্ধ বা ''বোধ'' যেখানে অবস্থান করছেন, সেই গৃহে! নৌকোটি এখন বাহুল্য মাত্র। কোনো অনুষঙ্গের প্রয়োজন ফুরিয়েছে 'বাইরে' থেকে 'ভিতরে' প্রবেশের। আর মাধ্যম যখন লাগছেই না তখন সন্ন্যাসীকে যে দেহ ছেড়ে যেতেই হয়। তাই সন্ন্যাসীর মৃত্যু যা কিনা শুধুই মৃত্যু নয়, এক উত্তরণও বটে, তা অপরিহার্য ছিল। এটি যদি হয় একটি পর্বের সমাপন তবে তাই হয়ে ওঠে, নতুন পর্বের সূচনামুহূর্ত। ''সাদা তোমার শ্যামল হবে, তার নাই যে দেরী, নাই যে দেরী ...''

তাই গত বসন্তের বালক, যে এই বসন্তে এক পূর্ণ যুবা (পরিচালক নিজে অভিনয় করেছেন) এক নতুন গল্পের সম্মুখীন। এক রহস্যময় নারী তার সন্তান (ধরে নিলাম) কে রেখে চলে যায় এই যুবক সন্ন্যাসীর কাছে। মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়েছিল Spring এর গল্প, জীবনের আগমনী গান গেয়ে রচিত হল নতুন Spring। নতুন বসন্ত। চিরবসন্ত।

তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে ...

রবীন্দ্রনাথেই আমাদের বার বার ফিরে আসা। শুরু করেছিলাম যাঁর লেখা দিয়ে—

নাহি ক্ষয় নাহি শেষ
নাহি নাহি দৈন্য লেশ

শুধু শেষের মুখে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ''ব্রাহ্ম কবি'' তকমাটি ফিরিয়ে নেব। গানে গানে যিনি বন্ধন টুটে যাবার আহ্বান জানান, তাঁকে একটি বিশেষ ''বাদ''-এ আটকে রাখা ঠিক

লাগছে না। বৌদ্ধ ধর্মও তো এই তকমাহীনতার কথাই বলে। সীমানা মুছে দেওয়ার আশা জায়গায়। উত্তর আধুনিক discourse যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে।

শেষ করার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

এ ছবিটি 'মেসেজ' এ ভরপুর। একটা বিশেষ দর্শন যখন কোন আর্ট ফর্ম এর মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই আর্ট ফর্মটিতে মেসেজ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আর্ট ফর্ম হিসেবে সেটা কতটা সফল বা উত্তীর্ণ হবে সেটা কিন্তু 'মেসেজ'-এর থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে না। এইখানে কিম এর জিতে যাওয়া। *Spring Summer* আপাতদৃষ্টিতে 'দর্শন' ঘরানার ছবি বলে মনে হলেও আসলে এটি একটি রসোত্তীর্ণ, সার্থক সিনেমা। সিনেমার ব্যাকরণ বা নান্দনিক উৎকর্ষে এ ছবি না উৎরোলে দর্শন বা মেসেজ মুখ থুবড়ে পড়ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটি প্রথমে একটি সিনেমা, তার পরে আর যা কিছু।

———